

ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের এই ঐক্য শুভ নয়

। ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ১৭ অক্টোবর ২০১৯

রাজনীতির মাঠে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রাত্মপ্রতিম সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ আর বিএনপির সহযোগী সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দা-কুমড়া সম্পর্ক। পারম্পরিক সংঘাতের বিভিন্ন ঘটনায় এ সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ক্যাম্পাসে সাংগঠনিক ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধে প্রশাসনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একই বিন্দুতে অবস্থান নিয়েছে তারা। উভয়েরই আশঙ্কা, ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ হলে বুয়েটে অন্ধকারের শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। অন্যদিকে ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে সরব সাধারণ ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবকরা। তারা বলেছেন, বুয়েটের মতো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতির কোন প্রয়োজন নেই।

আবরার হত্যাকাণ্ডের পর সর্বমহলের দাবির মুখে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বা বুয়েট কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে সব ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন এবং ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু সেই ঘোষণাই মেনে নেয়ার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করল ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল। ছাত্রদের অধিকার আদায়ে কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অসঙ্গতি নিরসনে ছাত্রদল ও

ছাত্রলীগকে কখনই এক হয়ে লড়াই কুরতে দেখা যায়নি। গত কয়েক দশকে ছাত্র রাজনীতির কোন ধরনের আদর্শিক প্রেক্ষাপটে তাদের অবস্থান উৎর্ধৰ্মুদ্ধি হয়নি। বরং চাঁদাবাজি, টেঙ্গারবাজি, দখলবাজি, লেজুড়বৃত্তি, খনোখুনি, মারামারিতেই তাদের সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। অথচ সেই দুই ছাত্র সংগঠনই এখন ছাত্র রাজনীতির পক্ষে সাফাই গাইছে, বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি টিকিয়ে রাখার সপক্ষে যুক্তি দেখাচ্ছে। এটা যে মূলত তাদের অপকর্মের ঘণ্ট টিকিয়ে রাখার চেষ্টা সেটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। অথাৎ রাজনৈতিক আদর্শের গান্ডিতে দুই ছাত্র সংগঠনের চরম বৈপরীত্য থাকলেও গোষ্ঠীস্বার্থের বিবেচনায় দু'দলই এক এবং অভিন্ন। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ যে অন্ধকারের শক্তির ইঙ্গিত দিয়েছে, আমরা তার স্বরূপ অতীতে সনি এবং সাম্প্রতিক সময়ে আবরার হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই দেখতে পেয়েছি। আমরা মনে করি না, ছাত্রদের জন্য এর চেয়ে বড় অন্ধকারের শক্তি আর কেউ হতে পারে।

ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে বুয়েট যা করেছে সেটা তাদের ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের দাবির কারণেই করেছে। সর্বমহলের সম্মতিতেই কাজটি হয়েছে। এর বিরুদ্ধাচরণের এখতিয়ার কোন রাজনৈতিক বা ছাত্র সংগঠনের নেই। আমরা মনে করি, দলীয় বা সাংগঠনিক ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করলেও বুয়েটে গঠনমূলক ছাত্র রাজনীতি থাকতে পারে তবে সেটা হিতে হবে আদর্শিক এবং ছাত্রদের অধিকারকেন্দ্রিক। তা না

হলে শক্ষাথাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বষয়গুলো
উপেক্ষিত হতে পারে। এক্ষেত্রে বুয়েটের কেন্দ্রীয়
ছাত্র সংসদ (ইউকসু)ও হল সংসদগুলো
নিবাচুনের মাধ্যমে সচল করা যেতে পারে। দলীয়
রাজনীতির ছব্বিশায়া বন্ধ হলে গেস্টরুম কালচার,
গণরুম ও র্যাগিংয়ের নামে ভয়ংকর নিপীড়ন
বন্ধ করা সম্ভব হবে।